আমার বাংলা বই

পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বাড়ির কাজ – ২

শ্রেণিঃ পঞ্চম **বিষয়ঃ বাংলা**

শিক্ষার্থীর নামঃ **রোল নম্বরঃ** **তারিখঃ**

নির্দেশনাঃ "সংকল্প" কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১.কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

অসীম বিশ্বকে জানার এক অদম্য কৌতূহল মানুষের। কিশোরেরও তাই। সে জানতে চায় বিশ্বের সকল কিছুকে। আবিষ্কার করতে চায় অসীম আকাশের সকল অজানা রহস্যকে। সে বুঝতে চায় কেন মানুষ ছুটছে অসীমে, অতলে, অন্তরীক্ষে। বীর কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে। সে জানতে চায় দুঃসাহসী কেন উড়ছে। তাই কিশোর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে–সে বন্ধ ঘরে বসে থাকবে না। পৃথিবীটাকে সেও ঘুরে ঘুরে দেখবে।

২. শব্দগুলো গাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

সংকল্প বন্ধ যুগান্তর দেশান্তর বরণ মরণ-যন্ত্রণা দুঃসাহসী চন্দ্রলোক অচিনপুর ফেড়ে

৩. একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ শিখি ও বাক্য তৈরি করি।

সংকল্প – প্রতিজ্ঞা ভালো কাজের জন্য সবাইকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত।

বন্ধ – বন্ধ ইঙ্গিত – ইশারা

দেশান্তর – অন্যদেশ বরণ – সাদরে গ্রহণ

জগৎ – পৃথিবী

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবি বন্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন?

খ. যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে কী বোঝ লেখ?

গ. চন্দ্রলোকের অচিনপুরে কারা যেতে চায়?

ঘ. কিসের আশায় বীর মরণকে বরণ করছে?

ঙ. কবি হাতের মুঠোয় পুরে কী এবং কেন দেখতে চান?

৫. ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিত রূপ শিখি।

চলিত রূপ	সাধু রূপ	চলিত রূপ	সাধু রূপ
আঁকব	আঁকিব	ছুটছে	ছুটিতেছে
দেখব	দেখিব	আসছে	আসিতেছে
ঘুরছে	ঘুরিতেছে	চলছে	চলিতেছে
মরছে	মরিতেছে		

৬. ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে জেনে নিই।

ক. আমি কাজটি করি।
আমি কাজটি করেছিলাম।
আমি কাজটি করব।
উপরের বাক্যগুলোতে ব্যবহৃত করি, করেছিলাম ও করব– এগুলো 'করা' ক্রিয়াপদটির বিভিন্নরূপ।
যে সময়ে ক্রিয়া বা কাজটি সম্পন্ন হয় সেই সময়টিকেই ক্রিয়ার কাল বোঝানো হয়েছে।
যেমন বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল।

খ. নিচের বাক্যের ক্রিয়াবাচক শব্দগুলোর নিচে দাগ দিই।
আমি বড় হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।
আমি আমার দক্ষতা অন্যের উপকারে ব্যবহার করি।

কিশোর বর্ষাকালে তার গ্রামে গাছ লাগাবে।

তরুণ চিকিৎসক হবে। মানুষের চিকিৎসা করবে।

(গ) নিচের ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়াপদগুলোকে বর্তমান ও অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদে রূপান্তর করি

থাকব, দেখব, শুনব, খাব, বেড়াব, ঘুরব, পড়ব, খেলব, চড়ব, নামব, ধরব, হাসব

ভবিষ্যৎ	বর্তমান	অতীত
থাকব	থাকি	থেকেছিলাম
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

৭. শব্দগুলোর বানান লিখি।

বরণ, মরণ, যন্ত্রণা (র–এর পরে 'ণ' বসে), বন্ধ, যুগান্তর, দেশান্তর, বিশ্বজগৎ, ইঙ্গিত।

৮. কবির সংকল্পগুলো লিখি।

৯. আমার সংকল্পগুলো লিখি।

১০. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও মুখস্থ লিখি।

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ ২৫শে মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ,(১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সন)। তিনি বিদ্রোহী কবি নামেই বেশি পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

তাঁর কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। শিশুদের জন্য তিনি অনেক গান, কবিতা, ছড়া ও নাটক লিখেছেন। 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ঝিঙে ফুল' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সন) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

বাড়ির কাজ – ৩

শ্রেণিঃ পঞ্চম **বিষয়ঃ বাংলা**

শিক্ষার্থীর নামঃ **রোল নম্বরঃ** **তারিখঃ**

নির্দেশনাঃ "সুন্দরবনের প্রাণী" বর্ণনামূলক রচনাটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অপার সম্ভার রয়েল ভয়ঙ্কর অমূল্য বিলুপ্তপ্রায়

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অমূল্য অপার সম্ভার রয়েল ভয়ঙ্কর বিলুপ্তপ্রায়

ক. বাংলাদেশ ..... সৌন্দর্য্যে ভরপুর।

খ. প্রকৃতির অপার ..... সমুদ্রের নিচে রয়েছে।

গ. বাংলাদেশের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ..... বেঙ্গল টাইগার।

ঘ. বাঘ দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি আবার .....।

ঙ. রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের ..... সম্পদ।

চ. শকুন বাংলাদেশে এখন ..... পাখি।

৩. কথাগুলো বুঝে নিই।

অস্ট্রেলিয়া	এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মতো একটি মহাদেশ।
ক্যাঙ্গারু	একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া যায় এমন একটি প্রাণী। এদের চারটি পা, কিন্তু পেছনের দু-পা বড় আর সামনের দু-পা ছোট। এর ফলে অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীর মতো এরা হাঁটাচলা করতে পারে না, পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ক্যাঙ্গারু তার বুকের নিচে একটা থলিতে বাচ্চা রাখে।
চিতাবাঘ	এক প্রকার বাঘ। অন্য বাঘের সঙ্গে চিতাবাঘের পার্থক্য। চিতাবাঘ অন্যান্য বাঘের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে ও গাছে উঠতে পারে।
গণ্ডার	কালো ও ধূসর রঙের চতুষ্পদ প্রাণী, উচ্চতায় ও লম্বায় গরুর আকারের। এদের নাকের ওপরে শিং থাকে।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ক্যাঙ্গারু ও সিংহ বললেই কোন কোন দেশের কথা মনে হয়?
খ. বিভিন্ন ধরনের বাঘ সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।
গ. দেশের জন্য পশুপাখি, জীবজন্তু কী উপকার করে তা নিজের ভাষায় লেখ।
ঘ. শকুন কীভাবে মানুষের উপকার করে?
ঙ. পশুপাখি জীবজন্তু না থাকলে প্রকৃতির কী বিপর্যয় ঘটবে বলে তোমার মনে হয়?

৫. নিচের বাক্য দুটি পড়ি।

মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকর সেইসব আবর্জনা শকুন খেয়ে ফেলে। সে সত্যিকার অর্থে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না।

উপরের বাক্য দুটিতে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই এক-একটি পদ :

শকুন ..... বিশেষ্য পদ

ক্ষতিকর ..... বিশেষণ পদ

সে ..... সর্বনাম পদ

খায় ..... ক্রিয়া পদ

ছাড়া ..... অব্যয় পদ

পদ পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়।

নিচের বাক্যগুলোতে কী কী পদ আছে তা লেখ।

সুন্দরবনে বাঘ ছাড়াও আছে নানা রকমের হরিণ। কোনোটার বড় বড় শিং, কোনোটার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ। এদের বলে চিত্রা হরিণ।

৬. নিচের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোনো একটি প্রাণী সম্পর্কে রচনা লিখি।

ক. আকৃতি –

খ. রং –

গ. কোথায় দেখা যায় –

ঘ. আবাসস্থল –

ঙ. খাদ্যাভ্যাস –

৭. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ক্যাঙ্গারু বললেই মনে পড়ে যে দেশের কথা–

১. ভারত ২. বাংলাদেশ

৩. অস্ট্রেলিয়া ৪. আফ্রিকা

খ. আফ্রিকার কথা উঠলে কোন প্রাণীর কথা মনে হয়?

১. সিংহ ২. হাতি

৩. বাঘ ৪. উট

গ. বাংলাদেশের কোন জঙ্গালে হাতি দেখতে পাওয়া যায়?

১. সিলেট ও খুলনার ২. ভাওয়াল ও মধুপুরের

৩. রাঙামাটি ও বান্দরবানের ৪. উপরের সবখানে

ঘ. কোন পাখি ক্ষতিকর আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে?

১. ঈগল ২. শকুন

৩. চিল ৪. কাক

ঙ. কোন প্রাণীর গায়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ ও বড় শিং আছে?

১. চিতা বাঘ ২. চিত্রা হরিণ

৩. ভালুক ৪. গণ্ডার

৮. কর্ম-অনুশীলন।

আমি এমন প্রাণীদের একটি তালিকা তৈরি করি– যাদের নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি। পরে শ্রেণির সবার সাথে তা মিলিয়ে দেখি।

বাড়ির কাজ – ৪

শ্রেণিঃ পঞ্চম **বিষয়ঃ বাংলা**

শিক্ষার্থীর নামঃ **রোল নম্বরঃ** **তারিখঃ**

নির্দেশনাঃ "হাতি আর শিয়ালের গল্প" গল্পটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

দিগন্ত অহংকার তিরিক্ষি তুলকালাম কাণ্ড হুঙ্কার মেদিনী তটস্থ শঙ্কিত
শক্তিধর আস্তানা উদগ্রীব সমস্বরে

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

দিগন্তের	অহংকার	তিরিক্ষি	তুলকালাম কাণ্ড	হুঙ্কার	মেদিনী	তটস্থ	শঙ্কিত

ক. বিদ্যুৎ চমকালে ..... কেঁপে ওঠে বলে মনে হতে পারে।

খ. ..... পতনের মূল।

গ. কী হয়েছে, এত ..... হয়ে আছ কেন?

ঘ. বনের সিংহ ..... দিলে মানুষের মনে ভয় জাগে।

ঙ. নিজের কলমটা খুঁজে না পেয়ে সে ..... বাঁধিয়ে দিয়েছে।

চ. ..... ওপারে কী আছে কেউ জানে না।

ছ. মেজাজ ..... বলে তার কাছে কেউ ঘেঁষতে চায় না।

জ. তুমি এত ..... কেন? কী হয়েছে?

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. অমিত শক্তিধর কাকে বলা হয়েছে?
খ. বনের পশুদের ওপর অশান্তি নেমে আসার কারণ কী?
গ. গল্পে মুক্ত স্বাধীন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ঘ. শিয়াল হাতিকে শাস্তি না দিলে বনের পশুপাখিদের কী হতো ব্যাখ্যা কর।
ঙ. হাতির এই শাস্তির জন্য তার চরিত্রের কোন বিষয়গুলো দায়ী বলে তুমি মনে কর।
চ. মানুষ যখন সভ্য হচ্ছে তখন মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন?
ছ. সবাই মিলে শিয়ালকে দায়িত্ব দিল কেন?
জ. শিয়াল কীভাবে বনের পশুপাখিকে রক্ষা করলো?
ঝ. অহংকারী ও অত্যাচারীর পরিণাম শেষ পর্যন্ত কী হয়?

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সুন্দর	কুৎসিত	অহংকার	নিরহংকার	ভয়	সাহস	স্বাধীন	পরাধীন

ক. আমরা ..... দেশের অধিবাসী।

খ. ..... পতনের মূল।

গ. চেহারা নয়, আসল ..... হলো মানুষের মন।

ঘ. মনে ..... থাকলে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বনের সব প্রাণী কার কাছে এসে জড়ো হলো?

১. বাঘ ২. শিয়াল
৩. হাতি ৪. সিংহ

খ. কার জন্য বনে আবার শান্তি এলো?

১. সিংহ ২. শিয়াল
৩. ভালুক ৪. বাঘ

গ. হাতির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কেন শিয়ালকে দায়িত্ব দেয়া হলো?

১. শিয়াল সাঁতার জানে ২. শিয়াল খুব সাহসী
৩. শিয়াল বুদ্ধিমান ৪. শিয়াল হাতির বন্ধু

ঘ. হাতির করুণ পরিণতির জন্য দায়ী কোনটি?

১. হাতির অহংকার ২. হাতির লম্বা শুঁড়
৩. হাতির ভারী শরীর ৪. হাতির বোকামি

ঙ. হাতিকে বাঁচানোর জন্য কেউ এগিয়ে এলো না কেন?

১. হাতির অত্যাচারের জন্য ২. হাতি খুব বড় বলে
৩. হাতির ভয়ে ৪. হাতি সাঁতার জানে বলে

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

শান্তি	অশান্তি	অসৎ প্রতিবেশীর কারণে তার অশান্তি লেগেই আছে।
সভ্য	.....	.....
ধ্বনি	.....	.....
শক্তিশালী	.....	.....

৭. নিচের শব্দগুলোর কোনটি কোন পদ লিখি।

দুষ্টু – বিশেষণ

হাতি –

বুদ্ধিমান –

এবং –

আমি –

চায় –

৮. যেকোনো একটা প্রাণী সম্পর্কে বলি এবং পাঁচটি বাক্যের একটা অনুচ্ছেদ রচনা করি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

একটি গল্প লেখার চেষ্টা করি। প্রথমে শিক্ষকের সহায়তায় ২/৩টি সাদা কাগজ নিই। সেগুলোকে একটি ভাঁজ করে নোটবুকের মতো তৈরি করি। এখন প্রতিটি কাগজের এক পাশে নিচের দিকের অর্ধেক থেকে গল্প লেখা শুরু করি। আর উপরের অর্ধেকে নিজের খুশিমতো ছবি আঁকি। লেখা শেষে উপরে একটা কভার পৃষ্ঠা যোগ করি। সে-পৃষ্ঠায় গল্পের একটা নাম দিই ও লিখি, নিজের নাম লিখি এবং ইচ্ছামতো ছবি আঁকি। এভাবে নিজের লেখা একটি গল্পের বই তৈরি করি।

বাড়ির কাজ – ৫

শ্রেণিঃ পঞ্চম **বিষয়ঃ বাংলা**

শিক্ষার্থীর নামঃ **রোল নম্বরঃ** **তারিখঃ**

নির্দেশনাঃ "ফুটবল খেলোয়াড়" কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

জাত খেলোয়াড় ইমদাদ হক। খেলা এবং খেলায় জেতাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজের অবস্থা যেমনই হোক না কেন খেলা–পাগল সে, খেলবেই। খেলতে গিয়ে ইমদাদ কত শত আঘাত পায়। তবু সেসব কষ্টকে পরোয়া না করে সে খেলে এবং তার জন্যই খেলায় জিত আসে। তার জন্যই সকল দর্শক খেলার আনন্দ পায়। এই কবিতায় খেলাচ্ছলে একটি আদর্শকে তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো, নিজের যোগ্যতার সবটুকু দিয়ে মানুষ যদি একান্তভাবে কিছু করে, তবে অন্য সকলের জন্যও সে বড় কিছু করতে পারে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ক্ষত পটি মালিশ ড্রিবলিং বজ্র কোলাহলকল মহাকলরব

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বজ্র পটি মালিশের ক্ষত মহাকলরব

ক. ইমদাদ হকের শরীরে অনেক আঘাতের ..... রয়েছে ।

খ. সন্ধ্যাবেলায় পায়ে হাতে ..... বাঁধে সে।

গ. খেলায় জিতে দর্শকেরা ..... করে ফিরে যাচ্ছে।

ঘ. টেবিলের ওপর ..... শিশিগুলো রাখা আছে।

ঙ. ..... পড়ার শব্দে শিশুটির ঘুম ভেঙ্গে গেল।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

ক. প্রভাত বেলায় ফুটবল খেলোয়াড় ইমদাদ হকের বিছানা শূন্য পড়ে আছে কেন?

খ. টেবিলের ওপরে ছোট-বড় মালিশের শিশি কবিকে উপহাস করছে কেন?

গ. কবিতায় ইমদাদ হকের খেলা ও দর্শকের আনন্দপূর্ণ নানান অভিমতের বর্ণনা দাও।

৫. খালি জায়গায় কবিতার ঠিক লাইনটি লিখি।

ক. .....,

সারা রাত শুধু ছটফট করে কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়ে।

খ. টেবিলের পরে ছোট বড় যত মালিশের শিশিগুলি,

.....।

গ. গোল–গোল–গোল– মোদের মেসের ইমদাদ হক কাজি,

.....।

৬. ইমদাদ হক সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৮. কর্ম–অনুশীলন।

ক. আমার প্রিয় খেলা নিয়ে একটি রচনা লিখি।

খ. ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার সাময়িক ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটা আবেদনপত্র লিখি।

গ. নিচের ফরমটি খাতায়/কাগজে লিখে পূরণ করি।

আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা ফরম

১. শিক্ষার্থীর নাম : .....

২. বিদ্যালয়ের নাম :.....

৩. শ্রেণি :.....

৪. (ক) শিক্ষার্থীর পিতার নাম:.....

(খ) শিক্ষার্থীর মাতার নাম:.....

৫. বর্তমান ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং ..... ডাকঘর/মহল্লা .....

উপজেলা ..... জেলা ২০২০

৬. স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম/সড়ক নং ..... ডাকঘর/মহল্লা .....

উপজেলা ..... জেলা.....

৭. জন্ম তারিখ .....

৮. যেসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক

ক. .....

খ. .....

গ. .....

....

শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

জসীম উদ্‌দীন

কবি-পরিচিতি

কবি জসীম উদ্‌দীন ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মতারিখ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি।

গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় পল্লিজীবন বেশি উঠে এসেছে বলে তিনি 'পল্লিকবি' নামে খ্যাত হয়েছেন। তবে জসীম উদ্‌দীন ছোটদের জন্যও অনেক সুন্দর কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনি ও আত্মজীবনী অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর কবিতা 'কবর', কাব্যগ্রন্থ 'নকশী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', ছোটদের জন্য লেখা 'ডালিম কুমার'. 'হাসু' ও 'এক পয়সার বাঁশি' বিখ্যাত। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

বাড়ির কাজ – ৬

শ্রেণিঃ পঞ্চম **বিষয়ঃ বাংলা**

শিক্ষার্থীর নামঃ **রোল নম্বরঃ** **তারিখঃ**

নির্দেশনাঃ “বীরের রক্তে স্বাধীন এ দেশ” বর্ণনামূলক রচনাটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

টহল আসন্ন অবধারিত রক্তস্রোতে রঞ্জিত শায়িত

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নূর মোহাম্মদ শেখ	নান্নু মিয়া	শিপইয়ার্ডের	১৯৪৩ ৮ই মে	রুহুল আমিন

ক. ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখের দলে ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ....।

২০২০

খ. নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে ..... সেদিন এভাবেই রক্ষা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন।

গ. ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফ..... সালের ..... মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারি থানার সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ঘ. খুলনা ..... কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীরশ্রেষ্ঠ ..... ।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. নূর মোহাম্মদ শেখ কীভাবে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন?

খ. ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফের যুদ্ধের ঘটনাটা লিখি।

গ. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন?

ঘ. গল্প থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বীরযোদ্ধাদের সম্পর্কে যা জেনেছি তা নিজের ভাষায় লিখি।

৪. ব্যাখ্যা করি।

দেশের এ বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত আমরা।

৫. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

দুরন্ত	শান্ত	শান্ত ছেলেটি শুধু পড়তে ভালোবাসে।
অসীম	.....	.....
সুনাম	.....	.....
বীর	.....	.....
জয়	.....	.....
জীবন	.....	.....

৬. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বাবা মারা যাওয়ার পর নূর মোহাম্মদ কিসে যোগ দিলেন?

১. বাংলাদেশ রাইফেলসে ২. ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে
৩. বাংলাদেশ নেভিতে ৪. কোনোটিই না

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মাদ শেখ এর জন্ম–

১. ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২. ১৯৩৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি
৩. ১৯৩৫ সালের ২৬শে জানুয়ারি ৪. ১৯৩৭ সালের ২৬শে জানুয়ারি

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের কয়টি স্পিডবোট ডুবে গিয়েছিল?

১. পাঁচটি ২. আটটি
৩. সাতটি ৪. নয়টি

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফকে সমাহিত করা হয়–

১. বোয়ালমারির সালামতপুর ২. বঙ্গিবাজার
৩. নানিয়ারচরের চিংড়িখাল ৪. বুড়িঘাট

ঙ. খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা–

১. নূর মোহাম্মদ শেখ ২. মুন্সী আবদুর রউফ
৩. মোস্তফা কামাল ৪. মোহাম্মদ রুহুল আমিন

৭. আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি ।

ক. শহিদ দিবস–

খ. স্বাধীনতা দিবস–

গ. বাংলা নববর্ষ–

ঘ. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস–

ঙ. বিজয় দিবস–

বাড়ির কাজ – ৭

শ্রেণিঃ পঞ্চম **বিষয়ঃ বাংলা**

শিক্ষার্থীর নামঃ **রোল নম্বরঃ** **তারিখঃ**

নির্দেশনাঃ "ফেব্রুয়ারির গান" কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. কবিতাটির মূলভাব জেনে নিই।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজ এই দিনে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের মিছিলে পাকিস্তানি সরকার গুলি চালায়। সালাম, বরকত, শফিক, জব্বার ও আরও অনেকে (যাদের নাম জানা যায় নি) শহিদ হন। ঐ ঘটনা অবলম্বন করে কবি লুৎফর রহমান রিটন 'ফেব্রুয়ারির গান' কবিতাটি লিখেছেন। বাংলা ভাষার প্রতি মমতা আর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

মুগ্ধ ঊর্মি ঊর্মিমালা স্রোতস্বিনী সমুদ্দুর বাহার স্বর্ণলতা প্রতিধ্বনি

৩. বক্সের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সমুদ্দুর	মুগ্ধ	বাহার	প্রতিধ্বনি	মন ভোলানো	স্রোতস্বিনীতে

ক. বাংলার সৌন্দর্য দেখে আমি .....।

খ. গ্রীষ্মকালে ফলের ..... দেখা যায়।

গ. সাত ..... তের নদী পার হওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার না।

ঘ. ..... ভেসে চলেছে পাল তোলা নৌকা।

ঙ. রংধনুর ..... রং এ আকাশ রঙিন হয়েছে।

চ. সকল মানুষের কণ্ঠে একই .....।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নিই ও লিখি।

ক. কবি এই কবিতায় কত ধরনের সুরের কথা বলেছেন?
খ. পাতা আর স্বর্ণলতা কিসে মুগ্ধ হচ্ছে?
গ. প্রজাপতি ফুলের সাথে কীভাবে কথা বলে?
ঘ. আমরা কোন ভাষাতে আমাদের মনের কথা বলি?
ঙ. 'শহিদ ছেলের দান' হিসেবে আমরা কী পেয়েছি?

পরীক্ষামূলক

৫. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. মনের কথা কীভাবে কব?

১. মায়ের ভাষায় ২. বাবার ভাষায়

৩. দাদার ভাষায় ৪. মামার ভাষায়

খ. পাখির গানে সবার প্রাণ কেমন হয়?

১. বিরক্ত ২. মুগ্ধ

৩. রাগ ৪. খুশি

গ. নদীর অপর নাম কী?

১. স্রোতস্বিনী ২. পুকুর

৩. সমুদ্র ৪. খাল

ঘ. ফুলের সাথে কে কথা বলে?

১. প্রজাপতি ২. হরিণ

৩. মানুষ ৪. পাখি

ঙ. ফেব্রুয়ারির গান কাদের রক্তে লেখা?

১. ভাইয়ের ২. মামার

৩. বাবার ৪. মানুষের

৬. কর্ম-অনুশীলন

একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করি।

লুৎফর রহমান রিটন

কবি-পরিচিতি

লুৎফর রহমান রিটন ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্র বিষয়ে ছড়া ও কবিতা রচনা করে তরুণ বয়সেই তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ছড়া ছাড়াও তিনি গল্প উপন্যাস লেখেন। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৭ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান। টেলিভিশনের উপস্থাপক হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থ : 'ধুত্তুরি', 'ঢাকা আমার ঢাকা', 'ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ', 'ভূতের বিয়ের নিমন্ত্রণে', 'বাচ্চা হাতির কাণ্ডকারখানা' ইত্যাদি।

পরনিন্দা ভালো নয়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য